একক ৫ ❐ ধ্বনিতত্ত্ব

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ দুটি স্তরের কারণ

৫.৪ ভাষার ধ্বনিমূল্যের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণ

৫.৫ ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প

৫.৬ তিনটি ধারণার কী প্রয়োজন

৫.৬.১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের ব্যাখ্যা

৫.৬.২ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণ পদ্ধতি

৫.৭ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি

৫.৭.১ বৈপরীত্য

৫.৭.২ পরিপূরক অবস্থান

৫.৭.৩ ধ্বনিগত সাদৃশ্য

৫.৭.৪ মুক্ত বৈচিত্র্য

৫.৮ চারটি নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি

৫.৮.১ ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

৫.৮.২ ধ্বনিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

৫.৮.৩ মুক্তবৈচিত্র্যে ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

৫.৯ বাংলা ধ্বনিকল্প

৫.১০ ধ্বনি পরিবর্তন

৫.১১ ধ্বনিতত্ত্বের একক

৫.১২ সারাংশ

৫.১৩ অনুশীলনী

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

- ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক ধ্বনিকল্প কাকে বলে।
- ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার প্রয়োজনীয়তা।
- বাংলায় ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি ও তার প্রয়োগ।
- বাংলা দলের (Syllable) গঠন।

৫.২ প্রস্তাবনা

ভাষা বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান অংশ ধ্বনি বিশ্লেষণ। কোনো ভাষার ধ্বনিবিশ্লেষণ করা হয় দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ঃ

১) ধ্বনির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ ও

২) ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ

পূর্ববর্তী এককে আমরা বাংলা বাগ্‌ধ্বনিগুলির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছি। অর্থাৎ একেকটি বাংলা বাগ্‌ধ্বনির গঠনগত বিভিন্ন উপাদানের (যেমন, ঘোষবত্তা, উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি, ওষ্ঠের অবস্থান ইত্যাদি) বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছি। অবশ্য আমরা শুধুমাত্র ধ্বনির উচ্চারণের গঠনগত উপাদানেই আলোচনা সীমিত রেখেছি। এই আলোচনা ধ্বনিতরঙ্গ বা ধ্বনির শ্রবণযোগ্যতার উপাদান বিশ্লেষণেও ব্যাপ্ত হতে পারত। যাই হোক, মনে রাখার বিষয় এটাই যে-কোনো নির্দিষ্ট ভাষা ও উপাভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ বা শ্রবণযোগ্যতা বা ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণকে বলা হয় বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে বাংলা [p] ধ্বনিটি একটি অল্পপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।

বর্তমান এককে আমরা এই বাংলা বাগ্‌ধ্বনিগুলির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করব। ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ভাষা একটি ধ্বনিকে কীভাবে ব্যবহার করে তারই খবরাখবর সরবরাহ করা। যেমন, বাংলা ভাষায় ধ্বনিটির ব্যাবহারিক চরিত্র হল বাংলার [ঁ] ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যবহৃত হলেও আদিতে ব্যবহার হয় না। বলা বাহুল্য, কোনো ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভাষার সাপেক্ষেই সম্ভব।

ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্রের খবরাখবর বলতে বোঝায়—(১) কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি শব্দে কোন্ কোন্ অবস্থানে (আদি/মধ্য/অন্ত ইত্যাদি) উচ্চারিত হতে পারে বা পাবে না, (২) বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশে ধ্বনিটির উচ্চারণ একই থাকে নাকি কোনো উচ্চারণ বিকল্প দেখা যায়, (৩) উচ্চারণ-বিকল্প থাকে, কোন্ নির্দিষ্ট প্রতিবেশে কোন্ উচ্চারণ বিকল্প দেখা যায় ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে ধ্বনিতত্ত্ব। কোনো নির্দিষ্ট ভাষার বাগ্ ধ্বনিগুলির ব্যবহারিক চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব।

রীতি অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞানে বিচার্য ধ্বনিটিকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হয় [p], [I], [ঙ] ইত্যাদি। ধ্বনিতত্ত্বে বিচার্য ধ্বনিটিকে এক জোড়া বাঁকা দাগের মধ্যে, ভাষার নামসহ উল্লেখ করতে হয়।—বাংলা /p/, বাংলা /ঙ/ বাংলা /I/ বা ইংরেজি /t/, হিন্দি /m/ ইত্যাদি।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

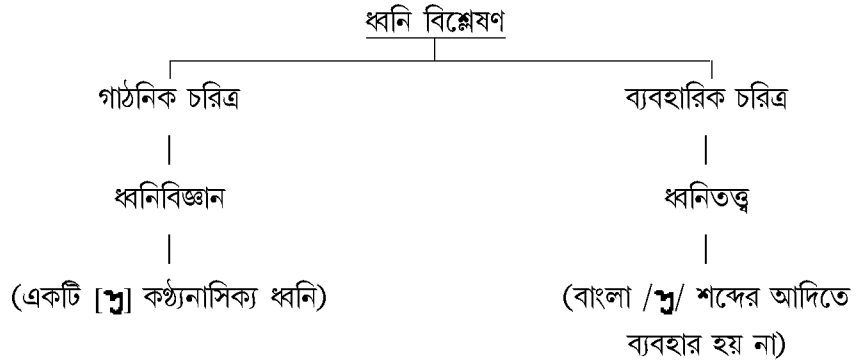

এই এককে আমরা বাংলার বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা করব।

৫.৩ দুটি স্তরের কারণ

ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রতিটি বাগ্‌ধ্বনির গঠনের নির্বিশেষে বিশ্লেষণ করে এবং প্রতিটি ধ্বনির বিভিন্ন গাঠনিক উপাদান নির্ধারণ করে। আর ধ্বনিতত্ত্বে কোনো ধ্বনিকে একটি নির্দিষ্ট ভাষার সিস্টেম বা প্রক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করে। তুলনা দিয়ে বলা যায় একটা মানুষের ওজন, উচ্চতা, রং, নাক-চোখের গড়ন ইত্যাদির বর্ণনা হল ধ্বনিবিজ্ঞানের নির্বিশেষে বর্ণনার সমতুল্য। আর মানুষটির পারিবারিক ও সামাজিক পরিচয়—অর্থাৎ সে কোন্ বাড়িতে থাকে, তার বাবা-মার পরিচয়, তার পরিবারে আর কে আছে, জীবিকাসূত্রে সে কোথাকার সঙ্গে জড়িত ইত্যাদি হল ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশেষ বর্ণনার সমতুল্য।

অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞানের থেকে ধ্বনিতত্ত্ব হল নির্বিশেষ স্তর থেকে বিশেষ স্তরে উত্তরণ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় ভাষা বিশ্লেষণের আলোচনা শুরু হল ধ্বনিবিজ্ঞান দিয়ে, ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী উচ্চতর স্তর হল ধ্বনিতত্ত্ব।

এই স্তর দুটি বুঝে নেওয়ার পরে চলুন আমরা গোড়ার প্রশ্নে ফিরে যাই কেন এই দুটি স্তরের অবতারণা।

আমরা যখন কথা বলি তখন ধ্বনিগুলো একের পর এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারিত হয়। এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারিত হবার সময়ে প্রতিটি ধ্বনির গাঠনিক চরিত্রে অল্প বিস্তর বৈচিত্র্যে দেখা যায়। যেমন, ধান-এর [dh] এর তুলনায় দুধ-এর [dh] অনেক কম মহাপ্রাণিত। ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে এই দুটি [dh] ধ্বনি আলাদা ধ্বনি হিসাবে গণ্য হলেও বাংলাভাষী হিসেবে আমাদের আশৈশবে ভাষা-ধারণার ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে বাংলায় এই দু-ধরনের [dh] একটি মূল [dh] ধ্বনিরই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে মাত্র, দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনি নয়।

আর একটু বিস্তারিতভাবে বলি। যখন ধান উচ্চারণ করছি তখন [dh] পুরোমাত্রায় মহাপ্রাণ ধ্বনি। কিন্তু

যখন দুধ উচ্চারণ করছি তখন এই শব্দান্ত [dh]-এর উচ্চারণ প্রায় [d]-এর মতো—অর্থাৎ দুধ বা দুদ যে কোনো একটি লেখা যায়। দুধ প্রচলিত বানানের চেহারা, আর দুদ উচ্চারণের চেহারা। আবার যখন উচ্চারণ করছি দুধের, তখন কিন্তু শব্দান্ত নয় বলে তার মহাপ্রাণতা আবার ফিরে আসছে। আমরা জানি এই তিন ক্ষেত্রেই দু-রকম উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে একটি মূলধ্বনি [dh]।

বাংলায় এ দুরকম [dh] -এর, অর্থাৎ মহাপ্রাণিত ও অমহাপ্রাণিত [dh]-এর গাঠনিক, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাবহারিক অ-স্বাতন্ত্র্য—এই আপাত বিপরীত দুটি বৈশিষ্ট্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি বিপরীত ধারণাকে মেলাবার জন্যই প্রয়োজন ধ্বনিবিজ্ঞানের পাশাপাশি ধ্বনিতত্ত্বের অবতারণা। ধ্বনিতত্ত্ব নানান বিমূর্ত ধারণার যুক্তিসঙ্গাত পটভূমিতে একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে একই ধ্বনির বিকল্প উচ্চারণ বলে গণ্য করে মাতৃভাষাভাষীর সঠিক অনুভূতির সঙ্গে ধ্বনিবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের সঙ্গাতি রক্ষা করে। ধ্বনিতত্ত্বের দুটি অন্যতম বিমূর্ত মৌলিক ধারণা হল—

১) ধ্বনিমূল/মূলধ্বনি/ধ্বনিকল্প/ধ্বনিম/স্বনিম ও

২) পূরকধ্বনি/সহধ্বনি/ধ্বনিবিকল্প/বিস্বন।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন নামগুলিই এখানে উল্লেখ করলাম। তবে এই দুটি ধারণার ব্যাখ্যায় আসছি পরে।

৫.৪ ভাষায় ধ্বনিমূলের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের কারণ

ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ ঃ

প্রথমত, যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যদি একই মানুষ ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করে তাহলে প্রতিটি উচ্চারণেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সূক্ষ্মযান্ত্রিক বিচারে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের কোনো দুটি উচ্চারণ অভিন্ন হয় না, একই মানুষ পর পর চারবার কালকাল শব্দটি উচ্চারণ করলে শব্দের প্রথমে /k/ ধ্বনিটির উচ্চারণ চারবার চাররকম হবে।

দ্বিতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির উপর তার ধ্বনিগত প্রতিবেশের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, বাংলার দুটি শব্দ পলতা আর উল্টো - দুটিতেই উচ্চারণে ল্ ধ্বনিটি রয়েছে। কিন্তু শব্দ দুটি পরপর উচ্চারণ দু'রকম। পলতা-র ল্-এর উচ্চারণ দন্ত্য - কারণ এর অব্যবহিত পরবর্তী ধ্বনিটি দন্ত্য। IPA তালিকা থেকে সংকেত ধার করে এই দন্ত্য ল্ ধ্বনিটিকে আমরা লিখব [l̪]।

আবার উল্টো র ল্ এর উচ্চারণ মূর্ধন্য - কারণ এর অব্যবহিত পরবর্তী ধ্বনিটি মূর্ধন্য। IPA সংকেতের সাহায্যে আমরা মূর্ধন্য ল্ লিখব [ɭ] এইভাবে।

এ তো গেল এক ধরনের প্রতিবেশ প্রভাব। এছাড়াও শব্দে ধ্বনির অবস্থানের প্রভাবেও উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ঘটে। আমাদের আগের উদাহরণ ধান-দুধ এর পরিচায়ক, [dh]-এর মহাপ্রাণতা শব্দের আদিতে ও মধ্যে বজায় থাকে কিন্তু শব্দান্তে প্রায় লোপ পায়।

তৃতীয়ত, বক্তা-ভেদেও ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য ঘটে।

এই তিন ধরনের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব মাথা ঘামায় দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশে ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য।

৫.৫ ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প

ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি ও তার প্রাতিবেশিক উচ্চারণ বৈচিত্র্য—এই দুটি ধারণাই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও ধ্বনিমূলের তুলনায় তাদের উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলির অস্তিত্বই আমাদের কাছে বেশি বাস্তব। কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্র ও শ্রবণযন্ত্র কার্যত এই বৈচিত্র্যগুলির উচ্চারণ করে ও শোনে। আমরা বক্তা হিসেবে, কথা বলবার সময় মনে মনে প্রয়োজনীয় মূলধ্বনিগুলিকে বেছে নিয়ে, তাদের সাজিয়ে বড়ো বড়ো অর্থপূর্ণ একক (যেমন, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি) তৈরি করি। কিন্তু বাস্তবে উচ্চারণ করি প্রতিটি মূলধ্বনির জন্য তার বিভিন্ন উচ্চারণ—বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে কোনো কোনোটিকে, আবার শ্রোতা হিসেবেও আমরা শুনি এই উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলিই। তারপর মনে মনে আবার এই বৈচিত্র্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মূলধ্বনিটিতে পৌঁছে বিভিন্ন মূলধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত বড়ো বড়ো অর্থপূর্ণ এককে পৌঁছই।

একটা তুলনার মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করি। ধরা যাক, একটা স্কুল। স্কুলে আছে দশটি ক্লাসঘরে দশটি শ্রেণি প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত। কোনো শ্রেণিতে দশজন ছাত্র, কোনোটিতে আট, কোনোটিতে চার, আবার কোনোটিতে বা এক।

এবার চলুন অষ্টম শ্রেণি বা ক্লাস এইটে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা তিন। সুতরাং বাস্তবে অষ্টম শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে এই তিনটি ছাত্র। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি বলতে আমরা চোখে দেখি এই তিনজন ছাত্রকে। অথবা উল্টো দিক থেকে বলা যায় যে এই তিনজন ছাত্রের কোনো একজনকে দেখলেই আমরা তাকে অষ্টম শ্রেণি এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলি বা আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে ক্লাস এইটের নির্দিষ্ট ক্লাস ঘরটি। এই ধারণা বা কল্পনার স্তরটি হল একটি মানসিক স্তর ; আর ছাত্র তিনটি হল বাস্তবের চাক্ষুষ স্তর।

এইবার তুলনায় আসি। অষ্টম শ্রেণির ঘর বা ঘরের কল্পনা হল ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। একটি মূলধ্বনির প্রতিটি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য অষ্টম শ্রেণির এক একটি ছাত্রের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু এক্ষেত্রে চাক্ষুষ ব্যাপারটা বলা-শোনায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তবে বলা-শোনার স্তরে আমরা পাচ্ছি ধ্বনিমূলের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে—যার প্রত্যেকটি কোনো না কোনো মূলধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। আর বাস্তবের পশ্চাৎপটে উপস্থিত মানসিক স্তরে আমরা পাচ্ছি ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনির ধারণা ও অস্তিত্বকে।

এবার আসি নাম বা পরিভাষায়। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক তাঁদের লেখায় এই ধ্বনিমূল ও তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নাম বা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি বা ধ্বনিবিকল্প বা স্বনিম বা ধ্বনিম—এই নামগুলি সমার্থক। আবার এদের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পূরকধ্বনি, সহধ্বনি, ধ্বনিবিকল্প, বিস্বন এই নামগুলি। আমরা এর মধ্যে বেছে নিচ্ছি ধ্বনিকল্প বললে বোঝা যায় যে এই ধ্বনিকল্প নামক এককটি আসলে কোনো বাস্তব ধ্বনি নয়—ধ্বনির মতো—ধ্বনির কল্পনা মাত্র—অর্থাৎ কিনা

ক্লাস এইট-এর ক্লাসঘরের কল্পনা বা ধারণা। আর ধ্বনিবিকল্প বললে বোঝা যায় যে একটি ধ্বনিকল্পে বাস্তব প্রতিনিধি এটিও হতে পারে, আবার বিকল্পে ওটিও হতে পারে অর্থাৎ কিনা তিনজন ছাত্রই পরস্পর পরস্পরের বিকল্প প্রতিনিধি—ক্লাস এইট-এর। শুধুমাত্র এই স্বচ্ছতার কারণ এই জোড়াটিকে আমি বেছে নিচ্ছি।

আবার ফিরে যাই স্কুলের তুলনায়। এই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির সঙ্গে বাংলা ল্-এর তুলনা করা যায় নিম্নলিখিতভাবে—

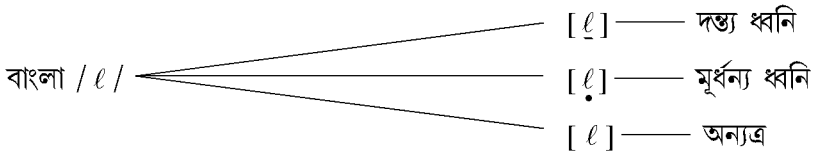

ক্লাস এইট-এর ছাত্র সংখ্যা তিন। বাংলা ধ্বনিকল্প / ল /এর ধ্বনিবিকল্প তিনটি [ল̪], [ল̣] ও [ল] ক্লাস এইট এর সঙ্গে তুলনীয় এইটুকুই - এর পরবর্তী অংশ নয়। পরবর্তী অংশটুকুতে বলা হচ্ছে - [ল̪] এর প্রতিবেশ (বাঁকা দাগ/এর মানে প্রতিবেশে)। এই নিয়মে ওপরের পুরো সূত্রটি পড়তে ও বুঝতে হবে নীচের মতো করে ঃ

১) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল̪] দন্ত্যধ্বনির অব্যবহিত আগে।

২) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল̣] মূর্ধন্যধ্বনির অব্যবহিত আগে।

৩) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল] অন্যত্র।

এই তিনটি ছোটো ছোটো সূত্রের সম্মিলিত প্রতীকরূপ হল পূর্বোক্ত সূত্রটি।

আবার ফিরে যাই স্কুলের তুলনাটিতে। এই স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা এক। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিকল্পের একটি ধ্বনিবিকল্পও আছে যেমন /ঁ/। /ঁ/-এর ধ্বনিবিকল্প একটিই [ঁ]। ধ্বনিবিকল্পের সংখ্যা এক হলে প্রতিবেশ উল্লেখ করে সূত্র প্রণয়নের যে প্রয়োজন হয় না তা বলাই বাহুল্য। আমাদের উদাহরণে বাংলা /ঁ/-এর উচ্চারণ যে কোনো প্রতিবেশেই [ঁ]।

আমাদের স্কুলের প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি ছাত্রই তাদের শ্রেণি নির্বিশেষে স্কুলের ছাত্র। ঠিক সেইরকমই আমাদের উচ্চারণে আমরা মোট যত ধ্বনিবিকল্প পাই, তারা প্রত্যেকেই তাদের পশ্চাৎপটের ধ্বনিকল্প-নির্বিশেষে, প্রাথমিকভাবে ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিই ধ্বনিবিকল্প হিসেবে কোনো না কোনো ধ্বনিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি স্বতন্ত্র উচ্চারণই ধ্বনি, আর ধ্বনিকল্পের সাপেক্ষে তারা কোনো না কোনো ধ্বনিকল্পের ধ্বনিবিকল্প। আরও বলা যায় যে ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্পের তুলনায় ধ্বনি একটি সাধারণ ধারণা।

তাহলে এই মূহূর্তে আমাদের ঝুলিতে ধ্বনিসম্বন্ধীয় তিনটি ধারণা—ধ্বনি, ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প। এই তিনটি নামের মধ্যে ধ্বনি নামটি সব ভাষাতাত্ত্বিকই ব্যবহার করেছেন। আগেই বলেছি যে ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প—এই দুটি নামের বিভিন্ন পারিভাষিক বৈচিত্র্য বর্তমান। আমরা এখানে প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৯৩)-র অনুসরণে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প-এই পরিভাষা গুচ্ছই ব্যবহার করছি।

৫.৬ তিনটি ধারণার কী প্রয়োজন

তত্ত্বে বা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-ধ্বকিল্প-ধ্বনিবিকল্প—এই তিনটি ধারণা কেন প্রয়োজনীয় ? আলোচনা শুরু করা যাক ধ্বনিকল্প আর ধ্বনিবিকল্প নিয়ে। ধ্বনি প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ধ্বনিবিকল্পগুলির অস্তিত্ব বাস্তব কিন্তু ধ্বনিকল্পের অস্তিত্ব মানসিক। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই দুটি আলাদা বা পৃথক ধারণার প্রয়োজন কী ? বাস্তবে আমরা যখন ধ্বনিবিকল্পগুলিই শুনি ও বলি, তখন শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণার সাহায্যে কাজ চালালেই তো হয়, আবার ধ্বনিকল্পের কল্পনা করে তত্ত্বকে অহেতুক জটিল করা কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমে দেখা দরকার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প—দুটি ধারণা ভাষায় কী কাজ করে। যদি একটির কাজ অন্যটি চালিয়ে নিতে পারে তবে তত্ত্বেও আমরা যে কোনো একটি ধারণার অবতারণা করেই কাজ চালাতে পারি। কিন্তু ভাষায় দুটি ধারণার কাজ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয় তবে তত্ত্বেও ধারণা দুটিকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।

যদি শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণা দিয়ে কাজ চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে বাংলারাই মতো কোনো একটি ভাষার ধ্বনি বর্ণনা করে বলতে হবে এই ভাষায় তিনটি ল্ ধ্বনি, চারটি ন্ ধ্বনি, দুটি প্ ধ্বনি, পাঁচটি শ্ ধ্বনি অথবা তিনটি ল্ জাতীয় ধ্বনি, চারটি ন্ জাতীয় ধ্বনি, দুটি প্ জাতীয় ধ্বনি ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাষার ধ্বনির মোট সংখ্যা দাঁড়াবে বিশাল। ধ্বনির সংখ্যা যত বাড়বে ব্যাকরণের বপুও তত বাড়বে। অর্থাৎ প্রথম অসুবিধা হল ব্যাকরণে মিতাচার বা ইকনমি থাকবে না। দ্বিতীয়ত মাতৃভাষীরা ওই ভাষায় ঐ বিশাল সংখ্যক ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করবে না অর্থাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্ত মাতৃভাষীর অনুভূতি বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ হবে। যেমন, বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা কেউ স্বীকার করবেন না যে বাংলায় তিনটে 'ল' ধ্বনি। তৃতীয়ত, একটি ধ্বনিবিকল্প ও তার প্রতিবেশের সঙ্গে তার যে যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক (যেমন, মূর্ধন্য ল্ মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত আগে বসে) সেটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।

আবার বিপরীতক্রমে যদি শুধুমাত্র ধ্বনিকল্পের ধারণা দিয়ে কাজ চালানো হয় তখন বাস্তব অবস্থাটার ব্যাখ্যাটাই অধরা থেকে যাবে।

অর্থাৎ দুটি ধারণার কোনো একটি না থাকলেই তত্ত্ব দাঁড়াবে না—দুটিই প্রয়োজনীয়।

এবার আসি ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প এই ধারণা দুটি ভাষায় কী কাজ করে সেই প্রসঙ্গে।

ভাষার দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য ঘটায় ধ্বনিকল্প। যেমন বাংলায় দিন আর তিন-এই দুটি শব্দ ভিন্নার্থক। শব্দ দুটির আদি ধ্বনি /d/ ও /t/ ছাড়া বাকি অংশ একই। অর্থাৎ দুটিতেই রয়েছে /n/ ও /n/ । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে তিন ও দিন শব্দদুটির ভিন্নার্থ নির্দেশ করছে /t/ ও /d/ এই দুটি ধ্বনিকল্প। কেননা শুধুমাত্র এই দুটি ধ্বনির জন্যই শব্দদুটি পরস্পরের থেকে পৃথক। আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—তিল, তেল, তাল, তল, তোল-এই পাঁচটি শব্দ ভিন্নার্থক পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরধ্বনিকল্পের জন্য। জাম ও জাল-এর ভিন্নার্থ নির্দেশ করছে /m/ ও / / ধ্বনিকল্প দুটি।

শুধুমাত্র দুটি পৃথক ধ্বনিকল্পের অস্তিত্বই নয়, একটি ধ্বনিকল্পের উপস্থিতি—অনুপস্থিতিও ভিন্ন অর্থের নির্দেশ দেয়। যেমন, আম, নাম। এক্ষেত্রে একটি /n/ উপস্থিত, অন্যটিতে অনুপস্থিত।

এপ্রসঙ্গো ধ্বনিকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে যদিও বিভিন্ন ধ্বনিকল্প পরপর সাজিয়ে শব্দ ইত্যাদি অর্থপূর্ণ একক তৈরি হয় এবং যদিও বিভিন্ন শব্দের মধ্যে অর্থপার্থক্যও নির্দেশ করে ধ্বনিকল্প, ধ্বনিকল্প নিজে কিন্তু ভাষার অর্থহীন একক। অর্থাৎ ভালো /bhalo/ এই অর্থপূর্ণ শব্দটি গড়ে উঠেছে /bh/+/a/+/ ℓ /+/o/। এই চারটি ধ্বনিকল্প জুড়ে। আবার ভালো আরা আলো-র অর্থপার্থক্য নির্দেশ করছে। /bh/ ধ্বনিকল্পের উপস্থিত ও অনুপস্থিত। কিন্তু /bh/, /a/, / ℓ /, /o/, এর চারটে ধ্বনিকল্পের কোনোটিরই নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ভাষার একক ধ্বনি কল্পের দ্বৈত চরিত্র—(ক) একদিকে, ধ্বনিকল্প নিজে অর্থহীন, (খ) অন্যদিকে ভাষার অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে এই ধ্বনিকল্পগুলিই।

ধ্বনিকল্পের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল ভাষার যে কোনো অর্থপূর্ণ বৃহত্তর একককে ধ্বনিকল্পে ভেঙে দেখানো যায় কিন্তু ধ্বনিকল্পকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর এককে ভাঙা যায় না অর্থাৎ ভাষা শরীরের ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনিকল্প।

এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে ধ্বনিকল্প হল ভাষা শরীরের ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক। এই ক্ষুদ্রতম অর্থহীন এককের সমন্বয়ে অর্থপূর্ণ এককগুলি গড়ে ওঠে ও ভাষায় অর্থ পার্থক্য সূচিত হয়।

ধ্বনিবিকল্পের প্রয়োজন হয় উচ্চারণের বাস্তব অবস্থাটা বিশ্লেষণের জন্য। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় যে কোনো ভাষার কোনো একটি ধ্বনিকল্প আসলে কীভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তাই দেখায় ধ্বনিবিকল্প। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্প হল মানসিক ধারণার বাস্তব প্রতিফলন। কার্যত ধ্বনিবিকল্পের তুলনায় ধ্বনিকল্প একটি বিমূর্ত ধারণা।

একটি ধ্বনিবিকল্প সবসময়ে একটি ধ্বনিবিকল্পের আংশিক চেহারা ফুটিয়ে তোলে। তাই শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণার সাহায্যে ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলে হয় সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হবে, নয়তো সবসময়ই পরস্পর সম্পর্কিত ধ্বনিবিকল্পগুলিকে একসঙ্গো একটু গুচ্ছ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ল্-এর উল্লেখ করতে গেলেই বলতে হবে [$\underline{\ell}$]+[$\underset{\bullet}{\ell}$]+ [ℓ]। এইভাবে উল্লেখ করার চাইতে মিলিয়ে একটি ধ্বনিকল্প [l]-এর অবতারণা অনেক সরল পদ্ধতি।

প্রতিটি মানুষের কাছেই তার মাতৃভাষার ধ্বনিকল্প ধ্বনিকল্পের এই দুটি বিমূর্ত মূর্ত স্তর ভীষণভাবে অস্তিত্বশীল—তাই তত্ত্বেও এদের অবতারণা জরুরি।

ভাষার ক্ষুদ্রতম এককের প্রতিটি উচ্চারণই সাধারণভাবে ধ্বনি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধ্বনি কোনো ধ্বনিকল্পের সঙ্গো যুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কারো বিকল্প হিসেবে চেনা যায় না— তাই তাকে ধ্বনিবিকল্প নাম দেওয়া যায় না। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্প হল একটি সাপেক্ষ ধারণা। ধ্বনিকল্প নিরপেক্ষ যে কোনো ধ্বনির জন্য একটি নিরপেক্ষ নাম থাকা জরুরি। ধ্বনি নামটি সেই নিরপেক্ষ ধারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির ব্যাবহারিক চরিত্র চিত্রণের জন্য ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণাই জরুরি।

৫.৬.১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের ব্যাখ্যা

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় তাত্ত্বিক ধারণা ভাবনার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। এই অংশে যতটা সম্ভব সরল ভাষায় কয়েকটি জরুরি তাত্ত্বিক ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে।

ধ্বনিকল্পের অস্তিত্ব যেহেতু প্রধানত আমাদের অনুভূতি সমর্থিত, তাই বাস্তবে ধ্বনিকল্পের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজটাও হয়ে ওঠে বেশ জটিল। এক একজন ধ্বনিতাত্ত্বিক ধ্বনিকল্পের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রধানতম মনে করে সেই নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের চরিত্র চিত্রণ করেন। কেউ জোর দেন ধ্বনিকল্পের মানসিক অস্তিত্বের উপর, কেউ বা তার শর্তসাপেক্ষ উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উপর, আবার কারো ভাবনায় ভাষায় অর্থপার্থক্য সূচনা করাই ধ্বনিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সব ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের ফলে ধ্বনিতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিবিকল্পের স্বরূপ ও ব্যাখ্যাত হয়েছে অন্তত চারভাবে। এই চারটি দৃষ্টিকোণ হল ঃ

ক) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ বা metalistic/psychological view

খ) বাহ্যিক তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ বা /physical view

গ) কার্যকরী দৃষ্টিকোণ বা /functional view

ঘ) স্বাতন্ত্র্যসূচক দৃষ্টিকোণ বা /distinctive feature view

এই চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে এই রকম ঃ

ক) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে ধ্বনিকল্প হল একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ—যাকে আমরা মনে মনে একটি আদর্শ ধ্বনির মর্যাদা দিই। আদর্শ মানসিক এবং আন্তরিক লক্ষ্য থাকে এই আদর্শ ধ্বনিটি উচ্চারণ করা, কিন্তু কার্যত এই লক্ষ্যপূরণ হয় না। আদর্শ, ধ্বনিকল্পের প্রতিটি বাস্তব উচ্চারণই আদর্শের সঙ্গে না হয়ে তার কাছাকাছি হয়। এই আদর্শচ্যুতির কারণ হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের দুটি অভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণের অক্ষমতা ও প্রতিটি ধ্বনির নির্দিষ্ট উচ্চারণের উপর তার প্রতিবেশী ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের প্রভাব। এই কারণ দুটি আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই আদর্শচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী এবং এরই ফলে আমরা বাস্তব উচ্চারণে পাই ধ্বনিকল্পের নানান ধ্বনিবিকল্প।

ধ্বনিকল্প একটি মানসিক ধারণা—এই মতের প্রধান প্রবক্তা পোল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানী বদিন দ্য কতেনি। পরবর্তীকালে সোস্যুর ও সাপির ও এই মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন।

খ) বাহ্যিক তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে এক একটি ধ্বনিপরিবার হিসেবে দেখা যায়। একটি ধ্বনিকল্পের প্রতিটি ধ্বনিবিকল্প একই ধ্বনি পরিবারের সদস্য। একই পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হবার জন্য প্রতিটি ধ্বনিকে দুটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়।

(১) ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সেই পরিবারভুক্ত অন্যদের গাঠনিক সাদশ্য বা ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকতে হবে।

(২) প্রতিটি সদস্য একটি সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রতিবেশে উচ্চারিত হবে। অর্থাৎ এক সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিবেশে অন্য সদস্য উচ্চারিত হবে না।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বাংলায় পূর্বোক্ত [ল̪] অর্থাৎ দন্ত্য ল্ এবং[ল̣] অর্থাৎ মূধন্য ল্ (যথাক্রমে পলতা ও উল্টো শব্দে) এই দুটি ধ্বনির মধ্যে উচ্চারণ স্থান ব্যতীত অন্য সমস্ত গাঠনিক দিক দিয়েই সাদৃশ্য রয়েছে উভয়েই সঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি। কোনো দন্ত্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববর্তীস্থানে কেবলমাত্র দন্ত্য ল্-ই উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য ল্ নয়। অনুরূপভাবে কোনো মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্থানে কেবলমাত্র মূর্ধন্য ল্-ই

উচ্চারিত হয়, দন্ত্য ল্ নয়। অর্থাৎ [ℓ̱]-এর নির্দিষ্ট প্রতিবেশে [ℓ̣] অথবা [ℓ̣] এর নির্দিষ্ট প্রতিবেশে [ℓ̱] উচ্চারিত হয় না। এই দুটি শর্ত পূরণ করে বলেই বাংলায় [ℓ̱] এবং [ℓ̣] একই ধ্বনিকল্পের পরিবারভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ বাংলা ধ্বনিকল্প [ℓ̱]-এর ধ্বনিবিকল্প [ℓ̱] ও [ℓ̣]।

এই বাহ্যিক ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এই মতবাদ শুধুমাত্র ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সূত্র ও বাহ্যিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে ধ্বনিকল্পের স্বরূপ নির্ণয় করে। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র এমনকি অর্থনির্ভর কোনো সূত্রকেও জরুরি তথ্য বলে মনে করেন না। এই মতের প্রবক্তা হলেন—ড্যানিয়েল জোনস্।

গ) কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পকে মনে করা হয় এক ক্ষুদ্রতম ধ্বনি একক — যার সাহায্যে ভাষায় অর্থের তারতম্য ঘটে। যেমন, বাংলায় /rod/ আর /roj/ (রোদ - রোজ) শব্দ ভিন্নার্থক। এদের উচ্চারণে বৈসাদৃশ্যময় অংশটুকু হল শব্দান্তে প্রথম শব্দে /d/ ও দ্বিতীয় শব্দে /j/। সুতরাং বলা যায় যে /d/ ও /j/ এই ধ্বনিপার্থক্যের ফলেই শব্দ দুটির অর্থপার্থক্য ঘটেছে। অর্থাৎ এখানে /d/ ও /j/ দুটি পৃথক ধ্বনিকল্প। কিন্তু বাংলায় [ℓ̱] ও [ℓ̣] (দন্ত্য ল্ ও মূর্ধন্য ল্) এর জন্য কোনো ধরনের অর্থ পরিবর্তন ঘটে না। তাই [ℓ̱] এবং [ℓ̣] বাংলা স্বতন্ত্রধ্বনিকল্প নয়। একটি ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্পমাত্র।

এই তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের অর্থ পরিবর্তন ঘটানোর কাজটাকেই ধ্বনিকল্পের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ভাষায় দুটি ধ্বনিকে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে ন্যূনতম শব্দজোড় এর সাহায্য গ্রহণ করা। ন্যূনতম শব্দ জোড় হল কোনো ভাষার একজোড়া অর্থপূর্ণ শব্দ যাদের মধ্যে ন্যূনতম ধ্বনিগত পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন - আগের উদাহরণের এবং /din/ ও /tin/, /jam/ ও /jal/, /rod/ ও /roj/, /kali/ ও /khali/, /pan/ ও /kan/, /juto/ ও /Suto/, /goru/ ও /moru/, /aĕna/ ও /baĕna/, /cul/ ও /phul/ (দিন-তিন, জাম-জাল, রোদ-রোজ, কালি-খালি, পান-কান, জুতো-সুতো, গোরু-মরু, আয়না-বায়না, চুল-ফুল) ইত্যাদি। প্রতিটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের ভিন্নার্থক সদস্য দুটির মধ্যে ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্যগুলো বাংলা স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প। উপরোক্ত শব্দজোড়াগুলোর মাধ্যমে বাংলায় যথাক্রমে /t-d/, /m-ℓ/, /d-j/, /k-Kh/, /p-k/, /j-S/, /g-m/a, /b/, /c-ph-কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে গণ্য করা যায়।

তবে ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় সবক্ষেত্রে সহজলভ্য নয়। ন্যূনতম শব্দজোড় না পাওয়া গেলে ধ্বনিমূল নির্ধারণের জন্য অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা ব্লুমফিল্ড ও তাঁর অনুগামী গোষ্ঠী।

ঘ) এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণেরই আরও সূক্ষ্মতর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় ধ্বনিকল্পের বৈশিষ্ট্যমূলক দৃষ্টিকোণে।

এই দৃষ্টিকোণে অনুযায়ী প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে একগুচ্ছ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বলে মনে করা হয়। আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানে দেখেছি প্রতিটি ধ্বনি বেশ কয়েকটি ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। যেমন, /p/ বাংলা ধ্বনিকল্পটির ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি হল ওষ্ঠ্য, স্পৃষ্ঠ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, ব্যঞ্জন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে /p/ এবং এই প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই /p/-কে বাংলার অন্যান্য কোনো না কোনো

ধ্বনিগুলো থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করেছে। যেমন, /p/-এর ব্যঞ্জনত্ব একে স্বরধ্বনিগুলি থেকে পৃথক করেছে ; ওষ্ঠত্ব /p/-কে /k/, /t̪/, /t/ ইত্যাদি ওষ্ঠ্য নয় এমন ধ্বনিগুলো থেকে পৃথক করেছে, স্পৃষ্টত্ব পৃথক করের /c/ ইত্যাদির মতো স্পৃষ্ট নয় এমন ধ্বনি থেকে, ঘোষহীনতায় /p/ পৃথক হয়েছে /p/-এর থেকে এবং অল্পপ্রাণত্বে /ph/-এর থেকে। অর্থাৎ প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই /p/ বাংলার অন্যান্য ধ্বনিকল্পের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিত করে গড়ে উঠেছে /p/। এইভাবে বাংলা /p/-এর মতোই অন্যান্য প্রতিটি ধ্বনিকল্পই স্বাতন্ত্র্যসূচক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি এবং ভাষায় দুটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থপার্থক্য ঘটে এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য, ধ্বনির পার্থক্যের জন্য নয়। যেমন, অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বাংলায় /tin/ ও /din/ এই দুটি শব্দের মধ্যে অর্থপার্থক্য সূচনা করছে শুধুমাত্র অঘোষ-ঘোষ এই বৈশিষ্ট্যটি, /t/ ও /d/ সামগ্রিকভাবে এই ধ্বনি দুটি নয়। সংকেতের সাহায্যে বলা যায় /t/ হল [- ঘোষ] বা না-ঘোষ আর /d/ হল [+ ঘোষ] বা হ্যাঁ-ঘোষ ধ্বনি। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে ওই ভাষায় প্রয়োজনীয় প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের /t/ ও বা অস্তি-নাস্তির নিরিখে বর্ণনা করা যায়।

এই দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা প্রাগ্স্কুল গোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানী ক্রুবেৎস্কয়। পরবর্তীকালে যাকস্পন ও হ্যালে এই দৃষ্টিভঙ্গির আরো সুনির্দিষ্ট চেহারা দেন। আরও পরবর্তী সময়ে ধ্বনিকল্পের এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বের ওপরেই গড়ে ওঠে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম মূল ভিত্তি—নোয়াম চমস্কি ও হ্যাসের তত্ত্বে।

তবে আগেই বলা হয়েছে যে ধ্বনিতত্ত্বের এই আলোচনায় আমরা সঞ্জননী রীতিকে অন্তর্ভুক্ত করছি না, বর্ণনামূলক রীতিতেই আলোচনা সীমিত রাখছি।

৫.৬.২ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিকল্প নিরূপণ পদ্ধতি

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণগুলি বহু বিতর্কিত। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব শেখার জন্য তাত্ত্বিক বিতর্কের চেয়েও বেশি জরুরি ধ্বনিকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো চিনে নেওয়া। বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের চারটি দৃষ্টিকোণ সম্মিলিতভাবে ধ্বনিকল্পের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে চিনিয়ে দেয়। মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বশীলতা, ধ্বনিপরিবার সংগঠন, অর্থের পার্থক্য নির্দেশ ও স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সমষ্টি সংক্ষেপে এই চারটি ধ্বনিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ শুরু হয় সেই ভাষার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণ দিয়ে। এই ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই সেই ভাষা থেকে প্রচুর বাস্তব উচ্চারণ, মূলত শব্দ উচ্চারণ, সংগ্রহ করতে হয়—টেপ রেকর্ডে ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির মাধ্যমে। টেপ রেকর্ড করা থাকলে শব্দের উচ্চারণগুলো সেখানে থেকে যায়—সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রয়োজন মতো সেগুলো বার বার শোনা যায় সরাসরি উচ্চারণ থেকেই হোক বা টেপরেকর্ড শুনেই হোক আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক সংকেতগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে উচ্চারণের লিপ্যন্তর করতে হবে। এই লিপ্যন্তরে থাকবে শুধু কান যতরকম ধ্বনি শুনছে সেই ধ্বনিগুলি। কারণ আমরা এখনো ধ্বনিকল্প ধারণা থেকে অনেক দূরে। তাই লিপ্যন্তরে শুধুই কানে শোনা প্রতিটি পৃথক ধ্বনির জন্য পৃথক সংকেত ব্যবহার।

ধ্বনিমূল্য অক্ষুণ্ণ রেখে লিপ্যন্তর করার পর আমরা যা পাই তা হল ভাষার বিভিন্ন ধ্বনিকল্পের নানান বাস্তব উচ্চারণ বৈচিত্র্য, অর্থাৎ ভাষার সম্ভাব্য সব ধ্বনিবিকল্পগুলো। এই ধ্বনি বিকল্পের অন্তরালে অবস্থিত ভাষার ধ্বনিবিকল্পগুলি যুক্তিযুক্তভাবে নিরূপণ করাই ধ্বনিতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানে আলোচিত ধ্বনিকল্পের চারটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধ্বনিকল্প নিরূপণের একটি উদাহরণ দিচ্ছি বাংলা থেকে।

১। [ল a ল] লাল	৬। [a ল o] আলো
২। [ca ল̲ ta] চালতা	৭। [ni ল] নীল
৩। [⊃l po] অল্প	৮। [tha ল a] থালা
৪। [u ল̤ t̤ o] উল্টো	৯। [aro] আরো
৫। [thaba] থাবা	১০। [pa ল] পাল

ধ্বনিকল্পের বাহ্যিক বা তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণের বিচারে [*l*] (উদা নং ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০) [ল̲] (উদা নং ২) এবং [ল̤] (উদা নং ৪)-এই তিনটি হল একই ধ্বনিকল্প এর *//* তিনটি বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প। এই ধ্বনিবিকল্পের নির্দিষ্ট উচ্চারণ প্রতিবেশ হল ঃ

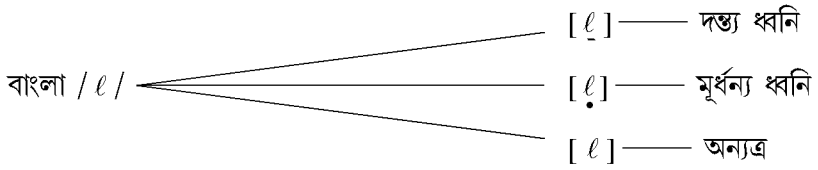

যদিও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ধ্বনিসূত্রটির পাঠ কেমন হবে তবুও আবার উল্লেখ করছি। এই সূত্রটি তিনটি পৃথক সাংকেতিক সমন্বয়।

তিনটি পৃথক সূত্র হল (ব্যাখ্যার পাশে বন্ধনীর মধ্যে সূত্রের সংকেত দেওয়া হল)

(১) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / (বাংলা / ল /) হয়ে ওঠে (→) দন্ত্য [ল̲]

[ল̲] দন্ত্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ব (— দন্ত্যধ্বনি) প্রতিবেশে (/)।

(২) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে ওঠে মূর্ধন্য [ল̤] মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ব প্রতিবেশে।

(৩) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে ওঠে দন্তমূলীয় / ল / অন্যসব প্রতিবেশ।

আবার ধ্বনিকল্পের কার্যকারী দৃষ্টিকোণের বিচারে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে [ল̲], [ল̤] ও [ল] একই ধ্বনিকল্প / ল / পরিবারের সদস্য হলেও [b] (উদা নং ৫) এবং [r] (উদা নং ৯) এবং [p] (উদা নং ১০) অন্য ধ্বনি পরিবারের সদস্য, / ল / এর নয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল, ন্যূনতম শব্দজোড় — উদাহরণ ৫ বনাম ৮ ; ৬ বনাম ৯ এবং ১ বনাম ১০।

এই বিশ্লেষণের সর্বস্তরেই [ল̲], [ল̤] ও [ল] এর বাস্তব অস্তিত্বের পাশাপাশি এর মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এখানে উল্লিখিত উদাহরণটি একটি অত্যন্ত সরল, কৃত্রিমভাবে বিন্যস্ত, আদর্শ বা উদাহরণ। বাস্তবে ধ্বনিতত্ত্বের সমস্যাগুলো এত সহজে সরলভাবে বিন্যস্ত নয়। তবে জটিলতার আভাস দিতে না পারলেও এই উদাহরণ থেকে আমাদের আলোচনা মূল প্রতিপাদ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুটি প্রধান স্তরের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে আমাদের ধ্বনিবিকল্প সূক্ষ্ম উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলো আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালার বিভিন্ন সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট এর সংকেত ব্যবহার করে বোঝাতে হয়। যেমন এখানে তিন ধরনের /ℓ/ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে [ℓ̪], [ℓ̥] ও [ℓ]। এই ধ্বনিবিকল্প সম্বলিত লিপ্যন্তরের নাম phonetic transcription বা উচ্চারণ বৈচিত্র্যমূলক লিপ্যন্তর। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এই উচ্চারণ বৈচিত্র্যমূলক বা ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তরের স্তর থেকে।

ধ্বনিকল্প নির্ধারণের চূড়ান্ত স্তরে, অর্থাৎ যখন ভাষার ধ্বনিকল্পগুলো নির্ধারণ হয়ে যায় তখন একটি ধ্বনিকল্পের জন্য একটি সংকেত ব্যবহার করে লিপ্যন্তর করা হয়। এই লিপ্যন্তরকে বলে phonetic transcription বা ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর। উদাহরণে ২ ও ৪ নং এর ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর হবে [ca*l*ta] ও [uℓ̥o]।

অর্থাৎ বলা যায়, ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধ্বনিকল্প নির্ধারণের সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তর। কার্যত আমরা ধ্বনিকল্প মূলক লিপ্যন্তর দিয়ে শুরু করে আমাদের লক্ষ্য ধ্বনিবিকল্প লিপ্যন্তরের দিকে যাই।

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার জগতে উল্লেখযোগ্য নাম হল হেনরি সুইট, পল প্যাসি, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, বদিন দ্য কতেনি, ক্রবেৎস্কয়, রোমান য়ার্কপ্সন, সাপির, ব্লুমফিল্ড ইত্যাদি।

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের পরবর্তী বিকাশ সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব নামে পরিচিত। এই সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের প্রবক্তা চমস্কি ও হ্যালে ১৯৬৮ তে।

৫.৭ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব প্রধানত চারটি মুখ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিকল্প নির্ণয় করা। সেই ধ্বনিকল্পের ভিত্তিতে সেই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে। মুখ্য নীতি চারটি হল—

ক) বৈপরীত্য
খ) পরিপূরক অবস্থান।
খ) ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও
ঘ) মুক্ত বৈচিত্র্য

৫.৭.১ বৈপরীত্য

সাধারণভাবে বৈপরীত্য বলতে বোঝায় দুটি ধ্বনির পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য। ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনির বৈপরীত্য সূচিত হয় ধ্বনিকল্পের বিরোধের মাধ্যমে। দুটি ধ্বনির মধ্যে বিরোধ থাকলে তবেই ধ্বনি দুই সেই ভাষার ধ্বনিমালায় দুটি স্বতন্ত্র্য বিন্দুতে অবস্থান করে এবং দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে গণ্য হয়। যেমন বাংলা /k/ ও /p/ দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প। কারণ এদের মধ্যে ধ্বনিকল্পের পারস্পরিক বিরোধ বর্তমান।

ধ্বনিকল্পের বিরোধ বলতে বোঝায় যে দুটি ধ্বনির কোনো ভাষায় একই ধ্বনি প্রতিবেশে ব্যবহার হওয়ার যোগ্যতা। কোনো ভাষায় কোনো দুটি ধ্বনিকল্পের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে কিনা তা নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হল ন্যূনতম শব্দ জোড়ের সন্ধান। ন্যূনতম শব্দজোড় (যেমন- [din] - [tin], [pan] - [kan] ইত্যাদি) সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ভাষায় যদি বিচার্য ধ্বনি দুটি দিয়ে তৈরি ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় তবে ধ্বনি দুটিকে নিশ্চিভাবে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে গণ্য করা যায়। যেমন বাংলায় আরও কয়েকটি উদাহরণ হল [capa] [caka] (চাপা-চাকা) [dip] [dik] (দীপ, দিক) শব্দজোড়ের সাহায্যে [p] ও [k] এই ধ্বনিদুটিকে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে প্রমাণ করা যায়।

ভাষায় দুটি পৃথক ধ্বনি সহযোগে তৈরি ন্যূনতম শব্দজোড়ের অস্তিত্বের অর্থ হল এই যে বিচার্য দুটি ধ্বনিই একই ধ্বনি প্রতিবেশে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ [-an]-এই ধ্বনিপ্রতিবেশে [p] ও [k] এই দুটি ধ্বনিই কোনোরূপ শর্তনিরপেক্ষভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে [p] ও [k] ধ্বনিদুটি [pan] ও [kan] এই দুটি স্বতন্ত্রে অর্থের শব্দ তৈরি করে। তাই এরা বাংলায় স্বতন্ত্র দুটি ধ্বনিকল্প।

ধ্বনিকল্পের বিরোধ প্রমাণের অন্যতম উপায় হল ভাষার ন্যূনতম শব্দজোড় সন্ধান। কিন্তু ধ্বনিকল্পের বিরোধের প্রধান শর্ত হল দুটি ধ্বনির শর্তনিরপেক্ষ ব্যবহার। অর্থাৎ কোনো প্রতিবেশে একটি ধ্বনির ব্যবহার কোনোভাবেই অপর ধ্বনিটির ব্যবহার শর্তসাপেক্ষ নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যা বাংলায় [–*il*] এই ধ্বনিপ্রতিবেশে [c, k, n, m, S, Kh, jh, dh, t, d, b, dh] প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে, কোনো পারস্পরিক শর্তনিরপেক্ষভাবে ব্যবহার হয়ে [cil, Kil, nil, mil, Sil, Khil, jhil, dhil, til, dil, bil, Bhil] (চিল, কিল, নীল, মিল, শিল, খিল, ঝিল, ঢিল, তিল, ছিল, বিল, ভীল) এই স্বতন্ত্র শব্দগুলি গঠন করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে ধ্বনিকল্পের বিরোধ প্রমাণের অন্যতম উপায় হল ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় সন্ধান। ন্যূনতম শব্দজোড় কিন্তু সবক্ষেত্রে সহজলভ্য হয় না। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড়ের কাছাকাছি ধারণা প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড় দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

৫.৭.২ পরিপূরক অবস্থান

অপর মুখ্যনীতি হল পরিপূরক অবস্থান। এই ধারণা অনুযায়ী ভাষায় দুটি ধ্বনির ব্যবহার সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ। যেমন বাংলায় [r] ধ্বনি শব্দের আদিতে একটি কম্পিত ধ্বনি [raja, ritu, roj] (রাজা, ঋতু, রোজ) ইত্যাদি শব্দে [r] উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র কয়েকবার কম্পিত হয়। কিন্তু শব্দ মধ্যে ও শব্দান্তে উচ্চারিত [r] ধ্বনিতে জিহ্বাগ্র দন্তমূলক একবার মাত্র স্পর্শ করে অর্থাৎ এই দুই অবস্থানে [r] ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া তাড়িত ধ্বনির মতো। যেমন [aram, tara, kar, har] (আরাম, তারা, কার, হার ইত্যাদি)

বাংলা ধ্বনির এই উচ্চারণ বৈচিত্র্য কম্পিত ও তাড়িত [r] ধ্বনির উচ্চারণ নেহাৎই শর্তসাপেক্ষ। কম্পিত [r] এর উচ্চারণ শব্দে আদিতে অবস্থানের শর্তসাপেক্ষ এবং তাড়িত [r] এর উচ্চারণ শব্দে অন্যান্য অবস্থানের শর্তসাপেক্ষ। তাড়িত [r] এর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানে কম্পিত [r] উচ্চারিত হয় না এবং কম্পিত এর নির্দিষ্ট স্থানে তাড়িত উচ্চারিত হয় না। এইভাবে বাংলায় কম্পিত এবং তাড়িত পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষে পরস্পরের পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়।

পরিপূরক অবস্থানে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি ভাষার একটি ধ্বনিকল্পের বৈচিত্র্যমাত্র, স্বতন্ত্র ধ্বনি অর্থাৎ স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প নয়। বাংলা কম্পিত [r] ও তাড়িত [r] ধ্বনি দুটি বাংলা /r/ ধ্বনিকল্পের দুটি উচ্চারণ বৈচিত্র্য অর্থাৎ ধ্বনি কল্প।

৫.৭.৩ ধ্বনিগত সাদৃশ্য

মুখের ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনিকল্প বিশ্লেষণ করলে ধ্বনিগত কোনো একক আর পাওয়া সম্ভব নয়। পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র প্রতিটি ধ্বনিকল্পের ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি। যেমন-বাংলা /p/ ধ্বনিকল্পকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে ওষ্ঠ্য, স্পৃষ্ট, অঘোষ, অল্পপ্রাণ-এই ধ্বনিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

দুটি ধ্বনির ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যত বেশি মিল থাকবে এবং তারা যত বেশি কাছাকাছি হবে, তাদের মধ্যে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মিল যত কমবে এবং বৈশিষ্ট্যগুলি যত দূরবর্তী হবে, দুটি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্য তত বাড়বে। যেমন, বাংলায় ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে /k, Kh, g, gh, p, n, S/ ধ্বনিকল্পগুলি নীচের মতো ঃ

/k/	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/kh/	অঘোষ	মহাপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/g/	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/gh/	ঘোষ	মহাপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/p/	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	ওষ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/n/	— —	— —	দন্তমূলীয়	নাসিক্য
/S/	অঘোষ	— —	তালুদন্তমূলীয়	উষ্ম

(বাংলায় যেহেতু নাসিক্য ধ্বনিকল্পের ঘোষ অঘোষ ও মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ এবং উষ্ম ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ শ্রেণিভেদ নেই, তাই /n/ ও /s/ এর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বহীন এবং বিবেচিত হল না।)

ওপরের তালিকা অনুযায়ী /K-Kh/, /k-g/, /g-gh/, /Kh-gh/, /K-p/-এর ধ্বনি শব্দজোড়ের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনেক বেশি, কারণ প্রতিটি জোড়ের দুই সদস্যের মধ্যে মাত্র একটি করে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। /K-gh/, /Kh-p/, /K-n/, /S-p/, /S-n/ ইত্যাদি জোড়গুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের পরিমাণ বেশ কম, কারণ এই জোড়গুলির দুই সদস্যের মধ্যে একাধিক ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য।

৫.৭.৪ মুক্ত বৈচিত্র্য

পরিপূরক অবস্থান ও মুক্ত বৈচিত্র্য উভয় ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্পের সৃষ্টি হয়। তবে উভয়েই ধ্বনিবিকল্প সৃষ্টি করলেও উভয়ের মধ্যে তফাত এই যে পরিপূরক অবস্থানে সৃষ্ট ধ্বনিবিকল্পগুলির ব্যবহার শর্তনিরপেক্ষ। অর্থাৎ ধ্বনিকল্পের বিরোধের মতোই মুক্ত বৈচিত্র্যজনিত

ধ্বনিবিকল্পগুলি একই ধ্বনি প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়। তফাত শুধু ধ্বনিকল্পের বিরোধের ক্ষেত্রে শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকে। যেমন-[nil - mil] । কিন্তু মুক্ত বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থের কোনো তারতম্য থাকে না।

ধ্বনিতত্ত্বে মুক্ত বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ কথোপকথনের সময়ে বাগ্‌যন্ত্রের উপর মানুষের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব। কথা বলার সময় অনেক ক্ষেত্রেই একটা ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করলে প্রতিটি উচ্চারণেই তার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে যেগুলি খুব সূক্ষ্ম নয়—অন্তত আমাদের মস্তিষ্ক যেগুলোকে পৃথক করতে পারে শুধুমাত্র সেগুলিই ধ্বনিতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পার্থক্যগুলির কোনো শর্তাধীনতা বা ব্যাখ্যা নেই। যেমন—বাংলায় আখ কথাটা বার বার উচ্চারণ করলে শব্দটির প্রান্তিক ধ্বনি [Kh] কখনো [Kh] হবে, কখনো [K] হবে, কখনো বা এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু হবে। বাংলায় শব্দান্ত /Kh/ ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণতা ভেদে এই যে উচ্চারণ বৈচিত্র্য তা মুক্ত বৈচিত্র্যেরই ফলাফল।

আরও উদাহরণ হল বাংলা বানানে ঢ় এর উচ্চারণ। আষাঢ়, গাঢ়, মূঢ় ইত্যাদি শব্দের অত্যন্ত সচেতন পরিশীলিত উচ্চারণে ঢ় বর্ণের উচ্চারণ [ɽh], অন্যথায় [ɽ]। ঢ় বর্ণ উচ্চারণে ধ্বনিকল্প /ɽ/-তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প [ɽ] ও [ɽh]-ও মুক্ত বৈচিত্র্য ফল।

এই ধরনের বৈচিত্র্য যে কোনো বাংলা ভাষীর উচ্চারণেই অবশ্যম্ভাবী। শব্দান্ত অবস্থানে মহাপ্রাণ ধ্বনির বিভিন্ন মাত্রার মহাপ্রাণতা বৈচিত্র্য বা /ɽ/ ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণতা বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ শর্তনিরপেক্ষভাবে উচ্চারিত হয়। এই বৈচিত্র্যের ফলে কোনোরকম অর্থপার্থক্য ঘটে না। [aKh – ak] [aSaɽh – aSaɽ] শব্দজোড়গুলির মধ্যে ধ্বনির বিভিন্নতা থাকলেও অর্থের বিভিন্নতা নেই।

৫.৮ চারটি নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি

ধ্বনিতত্ত্বে প্রধানত এই চারটি নীতির প্রয়োগে কোনো ভাষার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ করা হয়। ধ্বনিকল্প বা ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রতিটি অনির্ধারিত ধ্বনি বা অনির্ধারিত ধ্বনিকল্প বা অনির্ধারিত ধ্বনিবিকল্প ধ্বনিতত্ত্বে সাধারণ ধ্বনি বলে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বে তিন ধরনের ধ্বনির অস্তিত্ব — অনির্ধারিত সাধারণ ধ্বনি বা ধ্বনি, ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প। এই তিন ধরনের ধ্বনির কথা ও প্রয়োজন বর্তমান এককের ৬ নং অংশে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো ভাষায় সাধারণ ধ্বনি বা ধ্বনি থেকে ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ পদ্ধতির মূল সূত্রগুলি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল ঃ

৫.৮.১ ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

যদি একের বেশি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে এবং যদি বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশ ধ্বনিগুলির সম্পূর্ণ শর্তাধীন উচ্চারণ হয় (অর্থাৎ ধ্বনিগুলি যদি পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়) তবে ধ্বনিগুলি ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ণীত হবে। উদাহরণ বাংলা /n/ ধ্বনিকল্পের প্রতিবেশ ভেদে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন—

[n̄]	(তালব্য)	[Kon̄ci] কঞ্চি
[ṇ]	(মূর্ধন্য)	[thaṇḍa] ঠান্ডা
[n̲]	(দন্ত্য)	[pan̲tua] পান্তুয়া
[n]	(দন্তমূলীয়)	[nanan] নানান

উপরের উদাহরণগুলিতে /n/ এর প্রতিটি উচ্চারণ বৈচিত্র্যই সম্পূর্ণভাবে শর্তাধীন। তালব্য ধ্বনি [c] এর আগে তালব্য [n̄] উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য ধ্বনি [ḍ] এর আগে মূর্ধন্য [ṇ] উচ্চারিত হয়, দন্ত্য ধ্বনি [t] এর আগে দন্ত্য [n] উচ্চারিত হয়, ও অন্যত্র দন্তমূলীয় [n] উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ধ্বনিবিকল্পই নিজের জন্য নির্দিষ্ট ধ্বনি প্রতিবেশ ভিন্ন অন্যত্র উচ্চারিত হয় না।

এই উদাহরণে দেখা যাচ্ছে বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার [n] এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যও রয়েছে এবং প্রতিটি [n] ই সম্পূর্ণ শর্তাধীনভাবে পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এই বিভিন্ন [n] ধ্বনিগুলি, অর্থাৎ [n̄, ṇ, n̲, n] ধ্বনিকল্প হিসেবেই নির্ধারিত হবে। বিভিন্ন ধ্বনিবিকল্পের মধ্যে একটি (সাধারণত যে রূপটি সবচেয়ে বেশি ব্যাবহৃত সেইটি) দ্বারা ধ্বনিকল্পের রূপটি নির্দেশ করা হয়। সবকটি বৈচিত্র্যকেই এই ধ্বনিকল্পের বৈচিত্র্য বলে নির্দেশ করা হয়। ওপরের উদাহরণে দন্তমূলীয় [n] কে ধ্বনিকল্প ধরে বলা যায়।

/n/ →
- [n̲] /- তালব্য ধ্বনি
- [ṇ] /- মূর্ধন্য ধ্বনি
- [n̲] /- দন্ত ধ্বনি
- [n] /- অন্যত্র

} ধ্বনি ধারণ

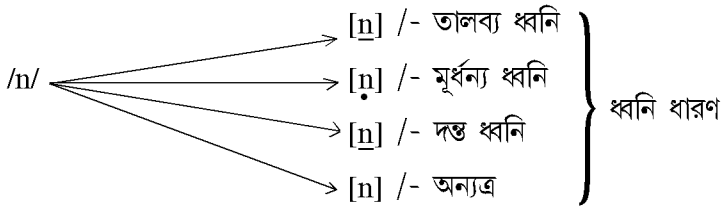

সংক্ষেপে ঃ ধ্বনিবিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্তদুটি—ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও পরিপূরক অবস্থান।

৫.৮.২ ধ্বনিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

দুটি ধ্বনির মধ্যে কোনো ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাক বা না থাক, যদি ধ্বনিগুলি কোনোরকম শর্তনিরপেক্ষ ভাবে একই ধ্বনিপ্রতিবেশে অবস্থান করতে পারে এবং এই ধ্বনিগুলি দ্বারা তৈরি প্রায় একরকম শব্দ দুটির মধ্যে অর্থপার্থক্য থাকে তাহলে ধ্বনিদুটি আলোচ্য ভাষার দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ধ্বনি দুটির সম্পর্ক যদি ন্যূনতম শব্দজোড় বা তার সমতুল্য ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে ধ্বনিদুটি সেই ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায় উদাহরণ বাংলায়

[ban] বান
[pan] পান
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [b] ও [p] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[gun] গুণ
[ghun] ঘুণ
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [g] ও [gh] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[r ⊃ n̲] রং
[r ⊃ n] রণ
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [n] ও [n] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[K ⊃ mola] কমলা
[K ⊃ rola] করলা
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [m] ও [r] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

ন্যূনতম শব্দজোড়ের সমতুল্য আরো দুটি ধারণা হল ঃ

ক) প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়-দুই এর বেশি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিকল্পের বিরোধ নির্ণয়ের জন্য দুই এর বেশি প্রায় একরকম শব্দ সমূহকে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় বলা হয় যেমন—

[ti ℓ] তিল
[te ℓ] তেল
[ta*l*] তাল
[t⊃ ℓ] তল
[to ℓ] তোল
} এই প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়ের ভিত্তিতে বাংলায় [i], [e], [a], [⊃] ও [o] এই পাঁচটি ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বরধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

খ) প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়/কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়-ভাষার ন্যূনতম শব্দজোড় সবসময় সহজলভ্য নয়। তাই ন্যূনতম শব্দজোড়ের অভাবে অনেক সময়ই প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে ধ্বনিকল্প নির্ধারণের কাজ করতে হয়। আমরা জানি যে ন্যূনতম শব্দজোড়ের সদস্যদের মধ্যে একটি মাত্র ধ্বনিকল্পের পার্থক্য থাকে। প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়ের ক্ষেত্রে শব্দ দুটির মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্যের পাশাপাশি একাধিক ধ্বনিকল্পের বৈসাদৃশ্য থাকে, যেমন বাংলায়।

[reSom] রেশম
[p⊃Som]
} এই ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে [r] ও [p] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্দেশ করা যায়।

[j ⊃ l] জল
[Kajol] কাজল
} এই ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে [⊃] ও [o] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্দেশ করা যায়।

সুতরাং ধ্বনিতত্ত্বে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় ও প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়—এই ধারণা দুটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে উল্লেখ্য যে ধ্বনিকল্পের বিরোধের ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেহাতই অপ্রয়োজনীয় শর্ত, প্রয়োজনীয় শর্ত হল আলোচ্য ধ্বনিগুলির শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান।

সংক্ষেপে ঃ ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্ত দুটি — শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান ও শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থ পার্থক্য।

৫.৮.৩ মুক্তবৈচিত্র্যে ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

দুটি ধ্বনির মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা যদি কোনোরকম শর্তনিরপেক্ষভাবে একই ধ্বনির প্রতিবেশে অবস্থান করে, কিন্তু এই ধ্বনি দুটি দিয়ে তৈরি প্রায় একরকম শব্দ দুটির মধ্যে কোনো অর্থ পার্থক্য না থাকে তাহলে ধ্বনি দুটি বিকল্প বলেই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ দুটি ধ্বনির মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ বর্তমান থাকলে তারা ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ধারিত হবে। উদাহরণ- [dudh – dud] দুধ, [megh – meg] মেঘ, [adh – ad] আধ, [aSarh - aSar] আষাঢ় ইত্যাদি। বাংলায় মহাপ্রাণতা স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের লক্ষণ হলেও শব্দান্ত অবস্থানে ধ্বনির মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণতার মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং শব্দান্তে (অন্যত্র নয়) মহাপ্রাণ ধ্বনি ও তার অনুরূপ অল্পপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিবিকল্পের সম্বন্ধ বর্তমান।

সংক্ষেপে ঃ— ভাষার মুক্ত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ধ্বনিবিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্ত তিনটি—ধ্বনিগত সাদৃশ্য, শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান ও শব্দজোড়ের অভিন্ন অর্থ।

৫.৯ বাংলা ধ্বনিকল্প

ওপরের তিনটি মূলসূত্র অনুসরণ করে মান্য বাংলায় মোট ৪৬টি ধ্বনিকল্প নির্ধারণ করা হয়। এই ৪৫টির তালিকা এবং তাদের ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত শ্রেণিকরণ আগের এককে দেওয়া হয়েছে। ৪৫টি ধ্বনিকল্পের মধ্যে ২৯টি ব্যঞ্জন ধ্বনিকল্প, ৭টি স্বরধ্বনিকল্প, ৭টি অনুনাসিক ধ্বনিকল্প ও ২টি অর্ধস্বর ধ্বনিকল্প।

ধ্বনিকল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই শব্দে সব অবস্থানে উচ্চারিত হয়। অবস্থান বলতে শব্দের কোন জায়গায় ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় বা হতে পারে তাকেই বোঝায়। ধ্বনিতত্ত্বে মুখ্যত চারটি অবস্থান বিবেচনা করা হয়।

১। আদি অবস্থান অর্থাৎ শব্দের আদিতে উচ্চারণ

২। অন্ত অবস্থান অর্থাৎ শব্দের শেষে উচ্চারণ

৩। মধ্য অবস্থান অর্থাৎ শব্দে আদি ও অন্ত ছাড়া অন্য স্থানে উচ্চারণ

৪। সন্নিকৃষ্ট অবস্থান অর্থাৎ স্বর + স্বর অথবা ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশে উচ্চারণ

আগেই বলেছি বাংলার অধিকাংশ ধ্বনিকল্পই এর সবকটি অবস্থানেই উচ্চারিত হয়। যেমন /K/- /Kan, Kak, akal, ⊃rko/ কান কাক, আকাল ও অর্ক এই চারটি শব্দে /K/ ধ্বনি নাই যথাক্রমে আদি, অন্ত, মধ্য ও সন্নিকৃষ্ট অবস্থানে উচ্চারিত হচ্ছে।

আবার কয়েকটি ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ নেহাতই অবস্থান নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ সব অবস্থানে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন /n̲/শব্দে মধ্য, অন্ত, সন্নিকৃষ্ট অবস্থানে উচ্চারিত হলেও, যেমন /Kan̲al, bæn̲, ban̲la/ বাঙাল, ব্যাং, বাংলা আদিতে হয় না। আবার /æ/ ও /⊃/ স্বরধ্বনি কল্পদুটিকে অন্তঅবস্থানে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না কয়েকটি একাক্ষর শব্দ, যেমন /bæ, th⊃/ ব্যা, থ, ছাড়া।

কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সেই ভাষার মোট কটি ধ্বনিকল্প, বিভিন্ন অবস্থানের প্রেক্ষিতে কোন ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ কতটা প্রশস্ত বা সংকীর্ণ এবং কোন ধ্বনিকল্পের কটি ধ্বনিবিকল্প—মূলত এই তিন ধরনের বর্ণনা দেয় ও আলোচনা করে।

● **বিভিন্ন মত**

বাংলা ধ্বনিকল্পের মোট সংখ্যা নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর মতো পার্থক্য আছে।

ক) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮) এর মতে বাংলায় ২৯টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক ও ২টি অর্ধস্বর মোট ৪৫টি ধ্বনিকল্প। দন্ত্য [S] কে তিন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূলের মর্যাদা দিয়েছেন এবং [i] ও [u] অর্ধস্বরকে স্বীকার করেননি।

খ) পরেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৭৭) এর মতে বাংলায় ২৮টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক এবং ৪টি অর্ধস্বর মোট ৪৬টি ধ্বনিকল্প।

গ) রামেশ্বর শ (১৯৮৮) বাংলায় ২৮ টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক এবং ২টি অর্ধস্বর ধ্বনিমূলকে স্বীকার করেছেন।

ঘ) কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (১৯৯৩) তাঁর বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ২৭টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর—মোট ৩৪টি ধ্বনিকল্পের ও অনুনাসিকতার তালিকা দিয়েছেন।

বিভিন্ন মতের মধ্যে দেখা যায় যে মোটামুটি প্রধান দুটি কেন্দ্রবিন্দু [S] এবং অর্ধস্বরের সংখ্যাকে ঘিরেই মতপার্থক্য গড়ে উঠেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সকলেই [s] কে /S/এর ধ্বনিবিকল্প বলে নির্দেশ করেছেন। কারণ [s] বাংলা শব্দে কেবলমাত্র [K, Kh, t, th, n, p, ph, r,] ধ্বনিগুলির সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট ধ্বনির প্রথম সদস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়—যেমন, [St⊃b, snan, sthir, sp⊃ rSo, Sri, slil] স্তব, স্নান, স্থির স্পর্শ, শ্রী, শ্লীল ইত্যাদি।

কিন্তু যদি বাংলায় বহুব্যবহৃত ঋণ শব্দ, বিশেষত ইংরেজি শব্দগুলিকে বিবেচনা করা হয় তাহলে [s] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমন [sinema, gris, sistem] সিনেমা, গ্রিস, সিস্টেম ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত শব্দগুলিতে [s] ধ্বনি বাংলায় স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা দাবি করে। এই যুক্তিতেই সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় [s] কে বাংলার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে দেখিয়েছেন।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় দুটি অর্ধস্বর স্বীকার করেন, অন্যান্য মতে অর্ধস্বর বাংলায় নেই অথবা ৪টি আছে।

এখানে আমরা কোনো তর্কের অবতারণা না করে পূর্ববর্তী এককে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির তালিকাটির উল্লেখ করেছি।

৫.১০ ধ্বনি পরিবর্তন

সুকুমার সেনের মতে — 'কথা বলিবার সময় ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে পরপর উচ্চারিত হইলেও মনের মধ্যে সেগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে আসে, সুতরাং উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ধ্বনি অথবা পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করিতে পারে। উচ্চারণের দ্রুততার অথবা উচ্চারণ প্রযত্ন শিথিল করিবার চেষ্টার ফলে পরপর উচ্চারিত দুই ধ্বনির মধ্যে একটি অথবা উভয় ধ্বনি বিকৃত হইতে পারে। শ্বাসাঘাতে তীব্রতার জন্যও ধ্বনির বিকৃতি অথবা লোপ হয়। এইরূপে শব্দ ও পদ মধ্যস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন নানারকমের হয়।'

এই ধ্বনিপরিবর্তন মূলত চার ধরনের

ক) আগম

খ) লোপ

গ) পরিবর্তন ও

ঘ) বিপর্যাস

আগের এককেই এই চার ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষায় ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি ক্ষুদ্রতম এককের নাম পদাণু - যেমন ছাত্ররা শব্দে ছাত্র ও রা - এই দুটি পদাণু আছে। এক বা একাধিক পদাণু অর্থাৎ পদের অণুর সমন্বয়ে তৈরি হয় পদ বা শব্দ। ধ্বনিতত্ত্বে পদাণুস্থিত বা পদাণুপ্রান্তে স্থিত ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ পরিবর্তনকে বলা পদাণুস্থ ধ্বনিকল্প পরিবর্তন বা marphophonemic change।

৫.১১ ধ্বনিতত্ত্বের একক

ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনিকল্প। ধ্বনিকল্পের পরবর্তী বৃহত্তর একক দল বা Syllable। ধ্বনিকল্পের আলোচনা হয়েছে। এবার দল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দল হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উচ্চারণ যোগ্য একক। দলের আবশ্যিক অংশ একটি স্বরধ্বনি কারণ স্বরধ্বনি স্বয়ং উচ্চারিত হতে পারে এবং স্বরধ্বনির সাহায্যে ভিন্ন কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না। দলের আবশ্যিক অংশ এই স্বরধ্বনির আগে পরে কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দলের ঐচ্ছিক অংশ।

স্বরধ্বনিকে V এবং ব্যঞ্জনধ্বনিকে C বলে উল্লেখ করে বাংলার বিভিন্ন ধরনের একদল শব্দের গঠন দেখানো হল নীচে

			V		[o]	ও
		C	V		[pa]	পা
		C	V	C	[kaj]	কাজ
	C	C	V	C	[prem]	প্রেম
C	C	C	V		[stri]	স্ত্রী
			V	C	[আজ]	আজ ইত্যাদি

আবশ্যিক স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী এক বা একাধিক ঐচ্ছিক ব্যঞ্জনধ্বনি দল অনসেট (On set) নামে পরিচিত এবং আবশ্যিক স্বরধ্বনির পরবর্তী ঐচ্ছিক ব্যঞ্জনধ্বনি দল কোডা (Coda) নামে পরিচিত। যেমন [Prem]— এই একদল শব্দে আবশ্যিক স্বরধ্বনি [e] অনসট [pr] ও কোডা [m]।

বাংলায় কোডাতে সাধারণত একটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তবে ঋণ শব্দে কখনো কখনো দুই হয় যেমন [b⊃ks, ḍesk, arṭ] 'box, desk, art' ইত্যাদিতে কোডা যথাক্রমে [Ks, sK, rṭ]

বাংলায় দলের অনসেটে যদি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাহলে প্রথমটি হয় [s] নয়তো দ্বিতীয়টি হল [r/*l*] - [Sthan, st ⊃ b, pran, mlan] স্থান, স্তব, প্রাণ, ম্লান ইত্যাদিতে অনসেট যথাক্রমে [sth, st, pr, ml]।

বাংলায় দলের অনসেটে তিনটি ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে এরা হয় [str/spr]— যেমন [stri, spriha] স্ত্রী, স্পৃহা ইত্যাদি।

একাধিক দলযুক্ত শব্দে স্বর মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন বাংলায় পরবর্তী দলের অনসেট বলে গণ্য হয়। যেমন, [a-mar] আমরা। এখানে স্বর মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন [m] শেষ দলের অনসেট। এই রকমই [bha – lo– ba– Sa] ভা-লো-বা-সা, [⊃-po-ra-ji-ta] অ-প-রা-জি-তা ইত্যাদি।

একাধিক দলযুক্ত শব্দে স্বর মধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে যায়। ভাঙার প্রথম অংশটি পূর্ববর্তী দলের কোডা ও শেষ অংশটি পরবর্তী দলের অনসেট হিসেবে গণ্য হয়। যেসব [m⊃n-tro] মন্ত্র এখানে স্বর মধ্যবর্তী দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রথম অংশ [n] হয়েছে আদি দল [m⊃ n] এর কোডা আর শেষ অংশ [tr] হয়েছে অন্তদল [tro] অনসেট। এইরকমই [pur – bo, poS – cim, ut – tor, doK – Khin] পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি।

দল প্রধানত দু-ধরনের রুদ্ধ দল ও মুক্ত দল। কোডা সম্বলিত দলকে বলে রুদ্ধদল। যেমন ওপরের উদাহরণে [Kaj, prem, aj, ut, – tor, dok, – Khin] ইত্যাদি।

কোডাহীন দলকে বলে মুক্ত দল—যেমন, ওপরের উদাহরণে [o, pa, stri, spri, ha a, bha, lo, ba, sa, ⊃ po, ra, ji, ta, bo, tro] ইত্যাদি।

এই হিসাবে [m ⊃ n-tro] শব্দের প্রথম দল রুদ্ধ ও দ্বিতীয় দল মুক্ত [bha-lo-ba-Sa], শব্দে চারটি দলই মুক্ত, আবার [ut-tor] এর দুটিই রুদ্ধ দল।

এক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে গঠিত ধ্বনিকল্প অপেক্ষা বৃহত্তর একক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। ধ্বনিতত্ত্বে দল অপেক্ষা বৃহত্তর একক—যেমন, পর্ব ইত্যাদিও আছে—তবে তা আমাদের আলোচনার সীমানাভুক্ত নয়।

বিভাজ্য ধ্বনিকল্পই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অবিচ্ছিন্ন মুখের ভাষার যে ধ্বনিকল্পগুলি পর পর সাজানো থাকে এবং যাদের একটি একটি করে বিভাজন করা যায় তাদেরই বিভাজ্য ধ্বনিকল্প বলে—তা আগের এককেই বলা হয়েছে।

৫.১২ সারাংশ

বর্তমান এককটিতে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের কিছুটা তাত্ত্বিক ও কিছুটা ব্যাবহারিক আলোচনা করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে পড়ে

১। বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার ব্যাখ্যা এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা।

২। ধ্বনির আলোচনায় বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক — এই দুটি স্তরের তাত্ত্বিক গুরুত্ব।

৩। ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ও

৪। ভাষায় ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণের নীতি।

ব্যাবহারিক আলোচনার মধ্যে পড়ে

১। ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণের নীতি প্রয়োগ করে কেমন করে বাংলার বিভিন্ন ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ করা হয় — উদাহরণ সহযোগে সেই পদ্ধতির ব্যাখ্যা অর্থাৎ নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি।

২। বাংলা ধ্বনিকল্পের ধারণা ও

৩। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিকল্প অপেক্ষা বৃহত্তর একক দল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

৫.১৩ অনুশীলনী

১। ক) উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ—

মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা, ধ্বনি, ধ্বনিকল্প, ধ্বনিবিকল্প, প্রতিবেশ, অবস্থান, ন্যূনতম, শব্দজোড়, প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়, প্রলম্বিত শব্দজোড়, ধ্বনিকল্পমূলক, লিপ্যন্তর, ধ্বনিবিকল্পমূলক, লিপ্যন্তর, দল, মুক্তদল, রুদ্ধ দল, অনসেট, কোডা।

খ) নিম্নলিখিত প্রতি জোড়া ধ্বনিকল্পের জন্য বাংলা ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় তৈরি করুন। উত্তরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে।

ধ্বনিজোড়	**ন্যূনতম শব্দজোড়**
[K – p]	[Kaṭh – paṭh]
[n – m]	
[c – jh]	
[S – m]	
[t – th]	
[h – K]	
[S – r]	
[j – t]	
[n – n̲]	
[a – u]	
[e – o]	

গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির দল বিভাজন দেখান (ওপরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে) ঃ

[akaS]	আকাশ	[a-kaS]
[montri]	মন্ত্রী	
[jama]	জামা	
[rɔkto]	রক্ত	
[ɔndho]	অন্ধ	
[mondir]	মন্দির	
[digɔnto]	দিগন্ত	
[gɔtokal]	গতকাল	

২। ক) ধ্বনি বিশ্লেষণের মুখ্য দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

খ) ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।

গ) ধ্বনির দ্বৈত চরিত্র বলতে কী বোঝায় ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদাহরণসহ লিখুন। ধ্বনিবিকল্প কাকে বলে ?

ঙ) ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই শব্দগুচ্ছের অন্যান্য সমার্থক শব্দগুলির উল্লেখ করুন।

চ) উদাহরণসহ শর্তসাপেক্ষতার ব্যাখ্যা করুন।

ছ) অবস্থান কী ও কত প্রকার ? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।

জ) দল কী ? বাংলার বিভিন্ন গঠনের একদল শব্দের উদাহরণ দিন।

৩। ক) ধ্বনিকল্প নির্ধারণে ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর ও ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তরের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

খ) বাংলায় [s] অর্থাৎ দন্ত্য [s] ধ্বনিকে আপনি কোন মর্যাদা দিতে চান—ধ্বনিকল্প না ধ্বনিবিকল্প ? যুক্তি সহ উত্তর দিন।

গ) ধ্বনিসূত্রের উল্লেখ করে বাংলার কোন একটি ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন ধ্বনিবিকল্পগুলির আলোচনা করুন।

ঘ) উদাহরণ সহ পরিপূরক অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

গ) ধ্বনিকল্প সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণের ব্যাখ্যা দিন।

ঘ) ধ্বনিকল্পের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য কাকে বলে। উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

ঙ) ধ্বনিকল্পের নির্ণয়ের সূত্র ব্যাখ্যা করুন ও উদাহরণ দিন।

৪। ক) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্প ধারণার ব্যাখ্যা দিন।

খ) বাংলা ভাষায় ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের নীতি ও রীতির ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

গ) ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক — এই দুটি স্তরের অবতারণার কী প্রয়োজন ?

ঘ) ভাষায় ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের চারটি নীতি কী কী ? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

ঙ) ভাষায় ধ্বনিবিকল্প নির্ণীত হয় পরিপূরক অবস্থান ও মুক্তবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে — উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

চ) ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প—এই তিনটি ধারণাই কি প্রয়োজন ? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

ছ) ভাষায় ধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ঘটে কেন ?

জ) বাংলা দল সম্বন্ধে উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রবাল দাশগুপ্ত, ১৯৯৩ ভাষা বর্ণনার স্তর (প্রবন্ধ) নিসর্গ ৩য় সংখ্যা, ১-১১৩ পৃঃ

২। মহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৬৫ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা।

৩। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা।

৪। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিক, কোলকাতা।

৫। Bhattacharya, Krishna, 1993, Bengali Oriya Verb Morphology : A contractive study. Dasgupta & Co. Pvt. Ltd, Kolkata.

৬। Gleason, H. A. 1961, An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.

৭। Hockett, C. F. 1976, A Course in Modern Linguistics Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, Bombay, Calcutta.